যুগান্তর

22 DEC 2005

পৃষ্ঠা ৭

শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে বাকৃবি শিক্ষকরা আন্দোলনে

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হাতে শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্লাস বর্জনের হুমকি দিয়েছে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। বুধবার বাকৃবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের একটি মৌন মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি লাইব্রেরির সামনে শেষ হয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সোমবার ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়ালকে অফিসকক্ষে ছাত্রলীগের ১৫ জন নেতাকর্মীসহ দুই ঘণ্টা আবদ্ধ করে রাখে। শিক্ষককে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক চৌধুরী গেলে তিনও ছাত্রদলের আক্রোশের শিকার হন। এ ব্যাপারে সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলামের সঙ্গে ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করতে যায়। উপাচার্য ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলেও ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হতে চলেছে; প্রশাসন থেকে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বক্তারা বলেন, ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়া হলে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের শিক্ষকরা ক্লাস বর্জনের মতো [illegible] কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন। মৌন মিছিলে অর্ধশতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদ উল্লাহ তালুকদার, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক ড. রফিকুল হক, অধ্যাপক ড. শামসুদ্দীন, ড. তহমিনুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক মুহা. আশিরাফুজ্জামান এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক চৌধুরী। এদিকে বাকৃবির গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ২০ জন শিক্ষক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বিজয় '৭১-এর পাদদেশে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে দেশের সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ তথা সার্বিক অবস্থায় সরকারের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরা হয়। বিবৃতি প্রদানকারী শিক্ষকরা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শিক্ষক ফোরামের বক্তব্য দেয়ার ৫ দিন চলে গেলেও বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন সোনালী দলের নির্লিপ্ততা ও প্রশাসনের মৌন সম্মতিতে গ্রন্থের টানে তারা এই বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিদাতা শিক্ষকরা হচ্ছেন- অধ্যাপক ড. শহীদুল হক, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন, অধ্যাপক ড. শাহজাহান, অধ্যাপক ড. একে ফজলুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. মুজিবর রহমান, ড. ইদ্রিস মিয়া, ড. আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ।